।। লঘুসিদ্ধান্ত-কৌমুদী।।

নত্বা সরস্বতীং দেবীং শুদ্ধাং গুণ্যাং করোম্যহম্।
পাণিনীয়প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্ত - কৌমুদীম্।।

অন্বয়ঃ- অহম্ শুদ্ধাং গুণ্যাং সরস্বতীং দেবীং নত্বা পাণিনীয়-প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীং করোমি।

অনুবাদঃ- আমি (বরদরাজাচার্য্য) শুদ্ধা এবং বিশিষ্ট গুণযুক্তা সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পাণিনীয় ব্যাকরণে প্রবেশের জন্য 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' (যাহা লঘু বা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সিদ্ধান্তের কৌমুদী বা জ্যোৎস্নারূপিণী) করিতেছি (অর্থাত্ রচনা করিতেছি)।

।। অথ সংজ্ঞাপ্রকরণম্ ।।

অইউণ্ ১। ঋ৯ক্ ২। এওঙ্ ৩। ঐঔচ্ ৪। হযবরট্ ৫। লণ্ ৬। ঞমঙণনম্ ৭। ঝভঞ্ ৮। ঘঢধষ্ ৯। জবগডদশ্ ১০। খফছঠথচটতব্ ১১। কপয্ ১২। শষসর্ ১৩। হল্ ১৪।

বরদরাজঃ- ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণ্যণাদিসংজ্ঞার্থানি এষামন্ত্যা ইতঃ। হকারাদিষ্বকার উচ্চারণার্থঃ। লণ্মধ্যে ত্বিত্সংজ্ঞকঃ।

অনুবাদঃ- এই মাহেশ্বরসূত্রগুলি অণ্ প্রভৃতি সংজ্ঞার জন্য। ইহাদের (চতুর্দশ সূত্রগুলির) অন্তিম বর্ণগুলি ইত্ (সংজ্ঞক হয়)। হকার প্রভৃতিতে অকার উচ্চারণের জন্য। 'লণ্' সূত্রে মধ্যবর্তী (অকার) কিন্তু ইত্সংজ্ঞক।

আলোচনা ঃ- এই চৌদ্দটি সূত্রকে মাহেশ্বর সূত্র বলা হয়। এই গুলি মহেশ্বরের নিকট হইতে আচার্য পাণিনি সাক্ষাত্ভাবে পাইয়াছিলেন। বলা হইয়াছে—

নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।।

Scanned with CamScanner

সনক, সনন্দ (ব্রহ্মার মানস পুত্র) প্রভৃতি সিদ্ধগণের উদ্ধারের জন্য নটরাজরাজ (মহাদেব) নৃত্তের শেষে চৌদ্দবার ডমরু বাজাইয়াছিলেন। সেই চৌদ্দটি ধ্বনি হইতেই ভগবান্ পাণিনি 'অইউণ্' প্রভৃতি চৌদ্দটি মাহশ্বর সূত্র গ্রন্থন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থে উল্লিখিত বচন ও প্রমাণ— **'যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাত্।'** অর্থাত্ পাণিনি মহেশ্বরের কাছ হইতে অক্ষর সমাম্নায় লাভ করিয়াছিলেন। এই চৌদ্দটি সূত্র হইতে অণ্ প্রভৃতি ৪২টি সংজ্ঞা পাওয়া যাইবে। এই সূত্রগুলির অন্তিম বর্ণগুলি অর্থাত্ ণ্, ক্, ঙ্, চ্ প্রভৃতি ১৪টি বর্ণ ইত্ সংজ্ঞক। হকার প্রভৃতিতে অকার উচ্চারণের জন্য। লণ্ (ষষ্ঠ) সূত্রে অকার কিন্তু ইত্সংজ্ঞক।

১। হলন্ত্যম্— ১।৩।৩

হল্ - ১।১, অন্ত্যম্ - ১।১.

অনুবৃত্তিঃ- উপদেশে, ইত্।

[উপদেশে অন্ত্যম্ হল্ ইত্ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- উপদেশেঽন্ত্যং হলিত্স্যাত্। উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্। সূত্রেষ্বদৃষ্টং পদং সূত্রান্তরাদনুবর্তনীয়ং সর্বত্র।

অনুবাদঃ- উপদেশে অন্ত্য হল্ এর ইত্ সংজ্ঞা হয়। আদ্য (অর্থাত্ প্রথম) উচ্চারণকে উপদেশ বলা হয়। সূত্রগুলিতে অদৃষ্ট পদ অন্য সূত্র হইতে সর্বত্র অনুবর্তন করা হয়।

আলোচনা ঃ- পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি কর্তৃক প্রথম উচ্চারণকে উপদেশ বলা হয়। প্রাচীন বৈয়াকরণের কেহ কেহ উপদেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

'ধাতুসূত্রগণোণাদিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
আগমপ্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।'

বিভিন্ন বিভাগ সহ সূত্রের লক্ষণ নিম্নরূপ—

'সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্।।

Scanned with CamScanner

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতো মুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।'

অর্থাত্ সূত্র ছয় প্রকার হইতে পারে—সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ এবং অধিকার। যাহার মধ্যে অক্ষর সংখ্যা অল্প (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি অক্ষর ও যেখানে থাকে না), যাহা সর্ব প্রকার সন্দেহ মুক্ত, সারযুক্ত, এবং তাৎপর্যের দৃষ্টিতে ব্যাপক অর্থবহ, যাহা কোন প্রকার দোষ বা ছিদ্র হীন, এবং যাহা অনবদ্য তাহাকেই সূত্রজ্ঞগণ সূত্র বলিয়া থাকেন। অণ্ প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া শিবসূত্র সমূহকে ও সংজ্ঞা-সূত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর সুত্র হইতে কোন পদ নিয়ে আসাকে অনুবর্তন বলা হয়। বর্তমান সূত্রে দুইটি পদ রহিয়াছে—হল্ এবং অন্ত্যম্। 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' - ১।৩।২। এই পূর্ববর্ত্তী সুত্র হইতে 'উপদেশে' এবং 'ইৎ' এই দুইটি পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। অতএব উপদেশ অবস্থাতে অন্ত্য হল্ এর ইৎ সংজ্ঞা হয়। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

২। অদর্শনং লোপঃ ১।১।৬০

অদর্শনম্ - ১।১, লোপঃ ১।১

বরদরাজঃ- প্রসক্তস্যাদর্শনং লোপসংজ্ঞং স্যাৎ।।

অনুবাদ ঃ- বিদ্যমানের অদর্শনকে লোপ বলা হয়।

আলোচনা ঃ- যাহা ছিল কিন্তু বর্তমানে নাই তাহাকে (অদর্শনকে) লোপ বলা হইবে। অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রে যাহাকে ধ্বংসাভাব বলা হয় তাহাকে এইখানে লোপ বলা হইতেছে। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

৩। তস্য লোপঃ ১।৩।৯

তস্য - ৬।১, লোপঃ— ১।১

বরদরাজঃ- তস্যেতো লোপঃ স্যাত্। ণাদয়োঽণাদ্যর্থাঃ।

অনুবাদঃ- সেই ইৎ (সংজ্ঞক) এর লোপ হয়। 'ণ্' প্রভৃতি 'অণ্' প্রভৃতি (সংজ্ঞার) র জন্য।

আলোচনাঃ- 'তস্য' এই পদের দ্বারা সূত্রে ইত্ এর পরামর্শ হইতেছে। এইখানে প্রশ্ন

Scanned with CamScanner

হইতেছে - 'অইউণ্' ইত্যাদি সূত্রে 'ণ্'কার প্রভৃতির ইৎ সংজ্ঞা এবং তাহার লোপ সংজ্ঞা ও অদর্শন হওয়ায় ঐ বর্ণগুলির উচ্চারণ ব্যর্থ হইয়া যায়। ফলে 'ণ্' প্রভৃতি ভগবান্ পাণিনি কেন উচ্চারণ করিলেন। তাহার উত্তরে বরদরাজ বলিতেছেন — 'ণ্' প্রভৃতি 'অণ্' প্রভৃতি ৪২ টি সংজ্ঞার জন্য রহিয়াছে। ইহা বিধিসূত্র।

৪। আদিরন্ত্যেন সহেতা— ১।১।৭১

আদিঃ- ১।১, অন্ত্যেন - ৩।১, সহ - অ., ইতা - ৩।১;

অনুবৃত্তিঃ— স্বম্ রূপম্।

[অন্ত্যেন ইতা সহ আদিঃ (মধ্যগানাং) স্বস্য চ রূপস্য (সংজ্ঞা ভবতি)]।

বরদরাজঃ— অন্ত্যেনেতা সহিত আদির্মধ্যগানাং স্বস্য চ সংজ্ঞা স্যাৎ। যথাঽণিতি অইউবর্ণানাং সংজ্ঞা। এবমচ্হল্অলিত্যাদয়ঃ।।

অনুবাদঃ— অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত (উচ্চার্য্যমাণ) আদি মধ্যস্থিত বর্ণ সমূহের এবং নিজের (আদির) সংজ্ঞা হয়। এইরূপে অচ্, হল্, অল্ ইত্যাদি (বুঝিতে হইবে)।

আলোচনা— পূর্ববর্ত্তী সুত্রের ব্যাখ্যাতে বরদরাজ বলিয়াছেন - 'ণ্' প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ সূত্রকার করিয়াছেন 'অণ্' প্রভৃতি সংজ্ঞার জন্য। ইহা কিভাবে বুঝা যাইবে। তাহা প্রতিপাদনের জন্য গ্রন্থকার 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত উচ্চার্যমাণ আদি একটি প্রত্যাহার হয়, তাহা মধ্যস্থিত বর্ণের এবং নিজের অর্থাৎ আদির ও সংজ্ঞা হয়। এখন, প্রশ্ন হয় অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণ তো পাওয়া যাইবে না। কারণ তাহার লোপ সংজ্ঞা হইয়া অদর্শন হইয়া যাইবে। তাহার উত্তরে বলিতে হইবে - তৎসদৃশ বর্ণ তো পাওয়া যাইবে। ফলে 'অইউণ্' সুত্রে ণ্কার ইৎ হইয়া লোপ সংজ্ঞা হয়। এবং অদর্শন হইয়া ও তৎসদৃশ 'ণ্কারের সহিত উচ্চার্য্যমাণ আদি অণ্ সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রত্যাহার হয়। এবং তাহা অ, ই, উ বর্ণের বোধক হয়। সুত্রে 'অন্ত্যেন' পদটিতে 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' সূত্রের দ্বারা অপ্রধান হওয়ায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ফলে তাহার গ্রহণ হইবে না। তাহা ছাড়া মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন - 'লোপশ্চ বলবত্তরঃ'। অর্থাৎ ইৎ এর লোপ হইবেই। এই রূপে 'অণ্' প্রভৃতি ৪২ টি প্রত্যাহার সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

Scanned with CamScanner

১) অণ্	৮) অশ্	১৫) ঐচ্	২২) জশ্	২৯) ভয্	৩৬) রল্
২) অণ্	৯) ইক্	১৬) খয়্	২৩) ঝয়্	৩০) ময়্	৩৭) বল্
৩) অক্	১০) ইচ্	১৭) খর্	২৪) ঝর্	৩১) যঞ্	৩৮) বশ্
৪) অচ্	১১) ইণ্	১৮) ঙম্	২৫) ঝল্	৩২) যণ্	৩৯) শর্
৫) অট্	১২) উক্	১৯) চয়্	২৬) ঝশ্	৩৩) যম্	৪০) শল্
৬) অম্	১৩) এঙ্	২০) চর্	২৭) ঝষ্	৩৪) যয়্	৪১) হল্
৭) অল্	১৪) এচ্	২১) ছব্	২৮) বশ্	৩৫) যর্	৪২) হশ্

শিবসূত্রে 'ণ্' কারের দুইবার ইৎ সংজ্ঞারূপে পাঠ করা হইয়াছে। ফলে 'অণ্' দুইবার প্রত্যাহার হিসাবে পাই। অণ্ = অ, ই, উ। এবং অণ্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ, হ, য, ব, র, ল।

অক্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ।

অচ্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ।

অট্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও , ঐ, ঔ, হ, য, ব, র।

এইভাবে অন্য প্রত্যাহার গুলি ও বুঝিতে হইবে। শিবসূত্র হইতে ৪২ টি প্রত্যাহার পাণিনি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাছাড়া 'সুপ্' প্রত্যাহার, 'তিঙ্' প্রত্যাহার প্রভৃতি ও 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের দ্বারা গঠিত হয়। 'আদিরন্ত্যেন—' সূত্রের দ্বারা যে সংজ্ঞা হয় তাহাকে প্রত্যাহার বলা হয়। 'প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা অনেন ইতি প্রত্যাহারঃ' বর্ণসমূহের সংক্ষেপ। কিন্তু উহা 'আদিরন্ত্যেন' সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপ বুঝিতে হইবে। ইহা সংজ্ঞা সুত্র।

৫। ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘ-প্লুতঃ- ১।২।২৭

ঊকালঃ- ১।১, অচ্ - ১।১, হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ- ১।১.

বরদরাজঃ— উশ্চ ঊশ্চ ঊ৩শ্চ বঃ; বাং কাল ইব কালো যস্য সোঽচ্

Scanned with CamScanner

ক্রমাদ্ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতসংজ্ঞঃ স্যাৎ। স্ প্রত্যেকমুদাত্তাদিভেদেন ত্রিধা।।

অনুবাদঃ— উশ্চ ঊশ্চ ঊ৩শ্চ = বঃ। 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর উচ্চারণ কালের মতো উচ্চারণকাল যে অচের তাহাদের যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞা হয়। তাহা (লব্ধ হ্রস্বাদি সংজ্ঞক অচ্) আবার প্রত্যেকটি উদাত্ত প্রভৃতি (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত) ভেদে তিন প্রকার।

আলোচনাঃ- (একমাত্রা বিশিষ্ট) উ, (দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট) ঊ এবং (ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট) ঊ - এই তিনটি 'উ' এর দ্বন্দ্বসমাস করিয়া এবং বিভক্তি লোপ ও সন্ধি করিয়া 'ঊ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এবং 'ঊ' শব্দের প্রথমার বহুবচনে জস্ বিভক্তি যুক্ত হইয়া 'বঃ' পদসিদ্ধ হয়। 'বঃ' এর অর্থ হইল উ ঊ এবং ঊ৩,ঊ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'আম্' বিভক্তি যুক্ত হইয়া 'বাম্' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর। আবার ঊশব্দের সহিত কাল শব্দের উপমিত বহুব্রীহি সমাস (বাং কাল ইব কালো যস্য) করিয়া 'ঊকালঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর উচ্চারণ কালের মতো উচ্চারণ কাল যে অচের, সেই অচ্ যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞক[১] হইবে। সেই হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সংজ্ঞক অচ্ আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সংজ্ঞা ভেদে তিন প্রকার।

৬। উচ্চৈরুদাত্তঃ— ১।২।২৯

উচ্চৈঃ - অ, উদাত্তঃ- ১।১

অনুবৃত্তিঃ- অচ্।

[উচ্চৈঃ অচ্ উদাত্তঃ (ভবতি)]

আলোচনা ঃ- তালু প্রভৃতি স্থানের ঊর্দ্ধভাগে উচ্চারিত অচ্ কে উদাত্ত বলা হয়। বেদের মন্ত্র উচ্চারণ সময়ে উদাত্তস্বরের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে উদাত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত স্বরের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা সংজ্ঞাসূত্র।

Scanned with CamScanner